প্রকাশনার ২৫ বছর
দেশে বিদেশে
GLOBAL VOICE OF THE BENGALI COMMUNITY

টরন্টো সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত দুইদিনব্যাপী পারফর্মিং আর্ট উৎসব ২০১৫

টরন্টো, ২১ মে- অত্যন্ত সফলভাবে আনন্দঘন পরিবেশে হল ভর্তি উপচে পরা মানুষের উপস্থিততে দর্শক শ্রোতার মন জয় করা নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুইদিনব্যাপী টরন্টো সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত "১০ম বার্ষিক পারফর্মিং আর্ট উৎসব ২০১৫" গত মে মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখে টরন্টোতে শেষ হল। প্রতিবারের মত এবারো অনুষ্ঠানে আয়োজনে ছিল চমক; ছিল মনকাড়া হৃদয় ছোঁয়া নৃত্য, গান, নাটক, কবি গান , বাউল গান, আধুনিক গান, ছোটদের উপস্থাপনা, ফিউশন। কি ছিল না অনুষ্ঠানে তালিকায়; শেকড়ের সন্ধানে এখানে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা যেমন খুঁজেছে তাদের গল্প- কথায়, নৃত্য-গানে- নাটকে, তেমনি বয়জ্যেষ্ঠা খুঁজেছে তাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত স্মৃতি রোমন্থনের নিবিড় প্রয়াসে বাংলার শ্বাশত কবি গানে কিংবা কলকাতা ইয়থ কয়্যার এর আদলে টরন্টো কয়্যারের মাধ্যমে। সময় ধরে ধরে, যার যার অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে –কোন ব্যতয় নেই – নেই কোন এলোমেলো ভাব। সব পেশাজীবি দৃষ্টিভঙ্গিতে করা - গোছানো পরিপাটি।

২০০৪ সালে কয়েকজন আড্ডাবাজ বাঙালির চিন্তার ফসল টরন্টো সাংস্কৃতিক সংস্থা (টিএসএস)-র এই বার্ষিক পারফর্মিং আর্ট উৎসব এখন বৃহত্তর টরন্টোর বাঙালিদের একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ২০০৪ সালে দীপক অধিকারী, ২০০৬ সালে কবি বান্যাজি আর ২০১১ অরুন চক্রবর্তী হাত ধরে ২০১৪/১৫ তে অরুন (রাজকুমার) বিশ্বাসের যোগ্য নেতৃতে

একটি চৌকস, দক্ষ অভিজ্ঞ দল নিরলস পরিশ্রমের কারনে এমন একটি উৎসব আয়োজন করা সম্ভব হয় বলে দর্শকশ্রোতা-শুভ্যানুধায়ীরা অভিমত প্রকাশ করেন। টিএসএসের লক্ষ্য, এখানে বেড়েওঠা প্রজন্মকে সুকুমারবৃত্তির চর্চায় উৎসাহ প্রদান ও প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বাঙালিত্বের ,মূল চেতনার এবং ঐতিহ্যের অধিকার সবার ভেতর ধারণ এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধনের চেষ্টা। সে-লক্ষ্যে প্রথম থেকেই একের পর এক শিশু-কিশোরদের প্রযোজনা আনছে মঞ্চে তারা। এবার তারা মঞ্চে আনে প্রান্তিকা বান্যারজীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় "রূপকথা"- ৩০/৩৫ জনের ক্ষুদে শিল্পীদের এক বিশাল আখ্যান।

প্রথমদিনে সংযুক্তা বান্যারজী উদোধনী নৃত্য গীত আলেখ্যের পর নাটক মঞ্চয়ান হয়। প্রথমদিনে আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশিষ্ট জনপ্রিয় রবীন্দসঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া গুহঠাকুরতা। অসাধারণ মিষ্টি কন্ঠের এই শিল্পী কবিগুরুর গান গেয়ে যান একের পর এক।

প্রথমদিনে শেষান্তে বাংলা ও হিন্দি গান নিয়ে ইন্ডিয়ান আইডলখ্যাত দেবাঞ্জনা কর্মকার মঞ্চে আসে। পুরনো দিনের হিন্দি বাংলা গান থেকে শুরু করে হাল আমলের গান গেয়ে মাতিয়ে রাখেন দেবাঞ্জনা সকলকে মধ্যরাত অবধি। দ্বিতীয় দিনে কত্থক নৃত্য, টরন্টো কয়্যারের পরিবেশনা, সলিল চৌধুরির কবিতা গান নিয়ে নৃত্য কাব্য উপস্থাপনা, আর এর আসেন বাউল শিল্পী পার্বতী বাউল। বাউলের দর্শনে সুরে-কথায় নিজের চেনা গল্প শুনিয়ে নেচে গেয়ে দর্শকশ্রোতাদের মন জয় করেন।অনেক শ্রোতাকে বলতে শুনেছি " কী তুখোড় পারফর্মার, হৃদয় দিয়ে গান করে, অনেক চেনা বচন-সুর" ; অনেক বয়জ্যেষ্ঠ দর্শক নস্টালজিক হয়ে তাঁদের চোখ জল ছল ছল করে, তারা ফিরে চলে যায় তাঁদের গাঁয়ে –মাটির টানে। এরপর প্রাচ্য-পাশ্চাতের যন্ত্র তাল লয়ের মিশ্রনের একটি ফিউশন পরিবেশিত হয়।সবশেষে মঞ্চে আসে দ্বিতীয় দিনের কিংবা উৎসবের প্রধান আকর্ষণ রুপঙ্কর বাগচী। দুর্দান্ত মেলোডিয়াস কন্ঠের অধিকারী রুপঙ্কর ২০১৩ সালে "জাতিস্বর" ছবিতে "এ তুমি কেমন তুমি" গানের জন্যে নেপথ্য পুরুষ কন্ঠশিল্পী হিসেবে জাতীয় চলচিচত্র পুরস্কার অর্জন করেন। রুপঙ্কর এক এক করে তার প্রথম এলব্যাম থেকে শুরু করে বাইশে শ্রাবণ , চতুষ্কোণ ও জাতিস্বর- সহ প্রমুখ চলচিচত্রর গান পরিবেশন করে। এছাড়াও শিল্পী অনেকগুলি রবিঠাকুরের গান করে। রুপঙ্করের কন্ঠের যাদুকরী ছোঁয়া দর্শকশ্রোতার অনেকদিন মনে থাকবে।

টরন্টো সাংস্কৃতিক সংস্থার এই দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দর্শকশ্রোতাগন যেমন টিকেট কেটে সাহায্য করেছে ঠিক তেমনি বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিয়ে , শুভানুধ্যায়ীরা – পৃষ্ঠপোষকগন অর্থ অনুদান দিয়ে আর শিল্পী কলাকুশলীরা শ্রম-সময়- মেধা দিয়ে উৎসবকে করেছে সার্থক –প্রানবন্ত- উচ্ছল- রঙীন। জয়তু টরন্টো সাংস্কৃতিক সংস্থা (টিএসএস)-জয়তু বাঙালি কৃষ্টি আর মেধা।